শিশু সুরক্ষার নীতি

ব্রিটিশ কাউন্সিল ইউনাইটেড কিংডমের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধার একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা।

আমরা বিশ্বাস করি যে শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষেরই দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং সেটি শিশুঘটিত প্রত্যেকটি বিষয়েই হওয়া উচিত। আমরা স্বীকার করি যে, শিশুর যত্ন, সুরক্ষা ও কল্যাণ হলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সমস্ত ধরনের ক্ষতির হাত থেকে সুরক্ষিত থাকার অধিকার প্রত্যেক শিশুরই আছে। পাশাপাশি আমরা এও স্বীকার করি যে, প্রত্যেকটি শিশুর যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের মৌলিক দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের কর্মসূচি ও কার্যকলাপগুলি শিশুদের সাথে যোগাযোগ করার সুবিধা প্রদান করে অথবা শিশুদের উপর তা প্রভাব বিস্তার করে। নিম্নলিখিত পরিণামগুলির পরিপ্রেক্ষিতে শিশুদের ক্ষতি অথবা বিপদের আশঙ্কা থেকে রক্ষা করার দায়িত্বও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত :

- আমাদের কর্মচারী অথবা অংশীদারদের দ্বারা অসৎ আচরণ
- কাজে অবহেলা
- আমাদের কর্মসূচি ও কার্যকলাপগুলির নিম্নমানের বিন্যাস অথবা প্রদান।

ইউকে শিশু সুরক্ষা আইন ও যে সমস্ত দেশে ব্রিটিশ কাউন্সিল কাজ করে সেই সমস্ত দেশের প্রাসঙ্গিক আইনকে অনুসরণ করে অথবা আইন মেনে, **আইনের প্রতি সম্মান জানিয়ে এবং ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব দ্য চাইল্ড (ইউএনসিআরসি) ১৯৮৯-এর ১৯ নং ধারার প্রতি আনুগত্য স্বীকারের দ্বারা এটি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য।**

ব্রিটিশ কাউন্সিলের সংজ্ঞা অনুযায়ী, শিশু তারাই যাদের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি (ইউএনসিআরসি ১৯৮৯), শিশুর স্বদেশে বা প্রবাসের দেশের নিয়ম অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার বয়স যা-ই হোক না-কেন, ব্রিটিশ কাউন্সিলের মতে ১৮ বছরই হল প্রাপ্তবয়স্কতার বয়স।

ব্রিটিশ কাউন্সিল এগুলোর প্রতি দায়বদ্ধ:

- শিশুদের মূল্য দেওয়া, তাদের শ্রদ্ধা করা আর তাদের কথা শোনা
- কর্মচারী নিয়োগ করার সময় প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু চেক করা হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করা
- কর্মচারীদের জন্য মজবুত শিশু সুরক্ষা প্রণালী আর পদ্ধতি বজায় রাখা
- কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া আর তাঁদের পরিকল্পনা আর রীতি সম্পর্কে জানানোর জন্য শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে সাধারণভাবে বোঝানো
- শিশু আর বাবা-মা/পরিচর্যাকারীকে শিশু সুরক্ষা আর সুপরিচর্যার বিষয়ে জানানো।
- সংশ্লিষ্ট কোনও সংস্থা আর বাবা-মা, শিশু সম্পর্কিত কোনও তথ্য থাকলে তা ঠিকঠাকভাবে জানানো
- স্পষ্ট প্রক্রিয়া, তদারকি আর সহযোগিতার মাধ্যমে কর্মচারীদের সঠিকভাবে পরিচালনা করা

BRITISH COUNCIL

শিশু সুরক্ষার নীতি

এই নীতি বাস্তবায়িত করার জন্য আমরা পর্যাপ্ত আর সঠিক সম্পদ প্রদান করব আর এটা নিশ্চিত করব যে, সব কথা বলে বোঝানো হয়েছে।

যে কোনও নতুন আইন আর নীতি-নিয়ম তৈরি হলে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার জন্য আর ভাল করে কাজ করার জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিল এই গ্লোবাল পলিসি স্টেটমেন্ট নিয়ে প্রতি বছর পর্যালোচনা করবে।

২০১৯ সালের মার্চ মাসে এই গ্লোবাল পলিসি স্টেটমেন্টে অনুমোদন জানিয়েছেন চিফ এগজিকিউটিভ স্যর সিয়ারান ডিভেন এবং এটা নিয়ে পর্যালোচনা হবে ২০২০ সালের মার্চ মাসে।